দৈনিক ইনকিলাব

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের অনন্য পাঠশালা

...প্রতিষ্ঠানটি ...একমাত্র ...নোর জন্য ...এগিয়ে চলছে। যারা ...ষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ...ষিত অসময়ে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ছাত্র, কিংবা বিভিন্ন ...তার জন্য কাঙ্ক্ষিত স্থানে পর্যন্ত পৌঁছতে না পারাদের জন্য এ ...প্রতিষ্ঠান। যেখানে সাবেক ছাত্র, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, গৃহিণী ...সবাই নিজ নিজ কাজের ন্যূনতম ব্যাঘাত না ঘটিয়ে স্বচ্ছন্দে পড়াশোনা করতে পারে এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য বয়স সংক্রান্ত কোন ...বাধ্যকতা নেই। এটা সব বয়সের সবার জন্য উন্মুক্ত। কিশোর ...বৃদ্ধ সব বয়সের লোকই এখানে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ ...তে পারেন। যারা বিভিন্ন পেশায় জড়িত হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ...ক্লাস করা সম্ভব হয় না তারাও এখানে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ...তে এমন কোন বিষয় নেই যা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো ...না। শিক্ষক বা ছাত্র কাউকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হয় না। ছাত্র-ছাত্রী বাড়লেও ভর্তি সমস্যা হয় না। কেননা প্রকৃতির দিক ...এ ব্যবস্থায় ক্লাস রুমের দরকার হয় না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ...রো আশাই অপূর্ণ রাখবে না। যতবার বা যতদিনে সব এই ...লয়ের পাঠ শেষ করা যায়। কত সময়ের মধ্যে পাস করতে ...কিংবা কতবার পরীক্ষা দিতে হবে এ ধরনের কোন নিয়ম নেই। ...বিশ্ববিদ্যালয়ে ...দেশ উন্মুক্ত শিক্ষা ...তির সূচনা ঘটে ...পাকিস্তান আমলে ...

...বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান সম্ভব হতে পারে। তবে কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি বিষয়ে পড়াশোনা হবে তা নির্ধারণ করা হয় দেশের আপামর জনসাধারণের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়ানো হতে পারে তা নির্ধারণের জন্য ১৯৯৩ সালে দেশব্যাপী শিক্ষা চাহিদা জরিপ করা হয়। উপমহাদেশের একমাত্র বাংলাদেশেই এ ধরনের জরিপ প্রথম চালানো হয়। জরিপে ৭৫টি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বিষয় নির্ধারিত হয়। জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে ১৬টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। আনুষ্ঠানিক ১৬টি বিষয়ে পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়, নিয়মিত ক্লাস করতে হয় এবং নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। পাস করার পর শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট, ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ইত্যাদি দেয়া হয় অন্যান্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। প্রতিটি সেমিস্টার শুরুর আগে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বই, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে। আঞ্চলিক ও স্থানীয় কেন্দ্রসমূহেও এসব ক্যাসেট দেখা ও শোনার ব্যবস্থা আছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অন্যতম মাধ্যম হল রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র। এর বেশী কিছু জানার প্রয়োজন থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তা জানা যাবে। প্রতি সেমিস্টারের সময়সীমা ৬ মাস। সেমিস্টার শেষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হয়। সাধারণ পাঠ্যবই ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ পাঠ্যবই শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে পারেন। কারও কোন সমস্যা থাকলে তৎক্ষণাৎ তা সমাধান পাওয়া যায়, কেউবা প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরকম সুযোগ-সুবিধা নেই। কেননা দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। এ কারণেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই এমনভাবে সাজানো হয় যাতে একবার পড়লেই তা শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হয়। দূরশিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন বিষয়ে বই লেখার আগে সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আগে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি পাঠ্যক্রম তৈরী করা হয়। পাঠ্যক্রম নির্ধারণের পর দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়ে টিম গঠন করে বই লিখতে দেয়া হয়।

প্রি-স্কুল থেকে পোস্ট ডক্টরেট পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়েই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান সম্ভব হতে পারে। তবে কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি বিষয়ে পড়াশোনা হবে তা নির্ধারণ করা হয় দেশের আপামর জনসাধারণের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়ানো হতে পারে তা নির্ধারণের জন্য ১৯৯৩ সালে দেশব্যাপী শিক্ষা চাহিদা জরিপ করা হয়। উপমহাদেশের একমাত্র বাংলাদেশেই এ ধরনের জরিপ প্রথম চালানো হয়। জরিপে ৭৫টি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বিষয় নির্ধারিত হয়। জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে ১৬টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। আনুষ্ঠানিক ১৬টি বিষয়ে পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়, নিয়মিত ক্লাস করতে হয় এবং নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। পাস করার পর শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট, ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ইত্যাদি দেয়া হয় অন্যান্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত।